

#আমি পদ্মজা পর্ব ৬৯

অনেকক্ষণ হলো তবুও মৃদুল আসছে না। পূর্ণা বিরক্ত হয়ে নিকাব মাথার উপর তুললো। ব্যাগ থেকে টর্চ বের করলো। টর্চটির আলাদা বিশেষত্ব, এটি তিন রঙের আলো দেয়। তাই মৃদুল এটি প্রান্তের জন্য কিনেছে। পূর্ণা টর্চের সুইচে চাপ দেয় কিন্তু কাজ হয় না। সে ভ্রুয়ুগল কুঁচকে আরো দুইবার চাপ দিল। তাও হলো না। সুইচে আঙুল রেখে টর্চের মুখটা সে নিজের দিকে তাক করলো। মনে প্রশ্ন আসে, দোকানদার নষ্ট টর্চ দিয়ে ঠকালো নাকি? তখনই টর্চের আলো জ্বলে উঠে। তীব্র তিন রঙের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণার চোখে মুখে। সাথে সাথে পূর্ণা চোখ বন্ধ করে ফেললো। ওদিকে আমির হাতের সিগারেট নদীর জলে ফেলে পিছনে ফিরে তাকালো। রাফেদ কী

করছে দেখার জন্য! রাফেদের বদলে পূর্ণার মুখটা ভেসে উঠে। তিন রঙের আলোয় পূর্ণার মুখটা স্পষ্ট। আমিরের চোখের দৃষ্টি থমকে যায়। রাফেদ, মন্তু পূর্ণার একদম কাছাকাছি চলে গিয়েছে। আমির তাৎক্ষণিক কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না। কিন্তু রাফেদ, মন্তুকে আটকাতে তো হবেই। আমির ছাদ থেকে জোরে চঁচিয়ে ডাকলো, 'রাফেদ।'

আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে রাফেদ, মন্তু পিছনে তাকায়। পূর্ণাও তাকালো। সে আমিরের কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়েছে। মৃদুল মাত্র ঘাটে প্রবেশ করেছে। তার কানেও আমিরের গলা এসেছে। চারটি চোখ হা করে আমিরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমির দ্রুত ট্রলার থেকে নেমে আসে। পূর্ণা অস্পষ্ট স্বরে ডাকলো, 'ভাইয়া!'

আমির রাফেদের পাশ কেটে যাওয়ার সময় চাপাস্বরে বললো, 'ট্রলারে যাও।'

তারপর পূর্ণার দিকে এগিয়ে আসলো।

বললো, 'পূর্ণা এখানে কী করছে?'

মৃদুল আমিরের পিছনে এসে দাঁড়াল। পূর্ণার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমির পিছনে তাকালো।

মৃদুলকে দেখতে পেল। আমির অবাক হয়ে উচ্চারণ করলো, 'মৃদুল?'

তারপর আবার পূর্ণার দিকে তাকালো। পূর্ণার দৃষ্টি নত। আমির দুজনকে উদ্দেশ্য করে

বললো, 'দুজনে একসাথে এসেছিস?'

মৃদুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, 'জি, ভাই। মেলায় আইছিলাম।'

আমির দুই পা পিছিয়ে গেল। পূর্ণা দৃষ্টি মেলে পূর্ণা আর মৃদুলকে দেখলো। পূর্ণা আতঙ্কে বার বার মৃদুলের দিকে তাকাচ্ছে। মৃদুল ইশারায় তাকে ভরসা করতে বলছে। আমিরের কেন জানি হাসি পাচ্ছে। কিন্তু চোখে মুখে গান্ধীর্ষ রেখে বললো, 'একদম ঠিক করোনি পূর্ণা।'

এভাবে রাতের বেলা এত দূরে চলে এসেছো।
আবার অজানা, অচেনা একজন ছেলের
সাথে।’

আমিরের কথা শুনে মৃদুল আহত হয়। পূর্ণার
বুক ধুকপুক, ধুকপুক করছে। আমির যেহেতু
জেনেছে পদ্মজাও জানবে। আর তারপর কী
হবে, পূর্ণা ভাবতে পারছে না। মৃদুল পূর্ণার
অবস্থা বুঝতে পেরে আমিরকে বললো, ‘ভাই, ও
আসতে চায় নাই। আমি জোর করছিলাম...’
আমির মৃদুলকে বাঁধা দিয়ে বললো, ‘পূর্ণাকে
তোর চেয়ে আমি বেশি ভালো চিনি। নিজের
ইচ্ছায় এসেছে নাকি কারো কথায় সেটা বুঝতে
পারছি।’

ভয়ে, লজ্জায় পূর্ণার মাটির সাথে মিশে যেতে
ইচ্ছে করছে। আমির গাঙ্গীর্যতার সাথে রাগ
মিশিয়ে বললো, ‘এর একটা বিহিত করতেই
হবে। নালিশ বসাব আমি।’

‘ভাই...’

‘তুই থাম মৃদুল! পূর্ণা আমার বোন। আমার বোন নিয়ে আমি কী করব সেটা আমার ব্যপার।’

আমিরের প্রতিটি কথায় পূর্ণা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে ভয়ে ভ্যাঁ,ভ্যাঁ করে কান্না করে দিল। মৃদুলের সাথে আমিও ততমত খেয়ে গেল। পূর্ণা কাঁদতে কাঁদতে বললো,‘আমি আর আসবো না ভাইয়া।’

পূর্ণার মুখের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি সশব্দে হেসে উঠলো। পেট চেপে ধরে হাসতে থাকলো। কতদিন পর এভাবে মন খুলে হেসেছে কে জানে! আমিরের হাসি দেখে পূর্ণার কান্না থেমে যায়। মৃদুল শুধু অবাক হয়ে দেখছেই। প্রথম পূর্ণা হুট করে কান্না শুরু করে দিল,এখন আমি হুট করে পাগলের মতো হাসছে! হাসতে হাসতে আমিরের চোখে জল

চলে আসে। সে অনেক কষ্টে হাসি চেপে
বললো, 'কাঁদতে হবে না। আমি কিছুই করব না।
প্রেম করা যায় আর ধরা পড়লেই কাঁপাকাঁপি?'
পূর্ণা আড়চোখে মৃদুলকে দেখে মিনমিনিয়ে
বললো, 'আমাদের মধ্যে প্রেমট্রেম নেই ভাইয়া।'
আমিরের মুখটা হা হয়ে গেল। সে বিস্ময় নিয়ে
বললো, 'সেকী! কী যুগ আসলো!
প্রেম, ভালোবাসা ছাড়াই ছেলেমেয়ে একসাথে
রাতের বেলা মেলায় চলে এসেছে।'
মৃদুল বললো, 'বন্ধু... বন্ধু হই।'
আমির ঋ উঁচিয়ে বললো, 'তাই না? তোরা বন্ধু?
আচ্ছা, হতেই পারে বন্ধুত্ব। শোন, পদ্মজা পূর্ণার
বিয়ে ঠিক করেছে। মৃদুল, তুই কিন্তু পূর্ণার
বিয়েতে আমার সাথে নাচবি।'
মৃদুলের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠে। পূর্ণা
চকিতে তাকাল। গুরুতর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো,
'কবে? কোথায় ঠিক করেছে?'

‘সে আমি কী বলব? তোমার বোন জানে।’
পূর্ণার কান্না পাচ্ছে। সে মৃদুলকে এক নজর
দেখে আমিরকে প্রশ্ন করলো, ‘তোমরা ঢাকা
থেকে কবে আসছো?’

আমির প্রশ্নটা শুনে তখনই জবাব দিল না।
ভাবলো, পূর্ণা বোধহয় পদ্মজার খোঁজে তাদের
বাড়িতে গিয়েছিল। আর তখন বাড়ির কেউ
হয়তো বলেছে ঢাকার কথা। আমির হেসে
জবাব দিল, ‘বিকেলে। কাল যেও বাড়িতে।
বোনের সাথে দেখা করে আসবে।’

পূর্ণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়াল। আমির খেয়াল
করলো, মৃদুল, পূর্ণা দুজনের মুখে কালো ছায়া
নেমে এসেছে। তাই সে মিথ্যের পর্দা সরিয়ে
বললো, ‘বিয়ে ঠিক করেনি। মজা করেছি।
তারপর মেলা থেকে কী কী কেনা হয়েছে?’
আমিরের কথা শুনে মৃদুল-পূর্ণার বুকে এক
পশলা বৃষ্টি নেমে আসে। বুকভরে নিঃশ্বাস

নেয়। পূর্ণা খুশিতে গদগদ হয়ে বললো, 'অনেক কিছু কেনা হয়েছে। সব উনি কিনে দিয়েছেন।'
'তাই নাকি! আমি কিছু কিনে দেব না?
মৃদুল, মেলা ভেঙে গেছে?'
'না ভাই, ভেঙে যাবে।'
'তাহলে চল, যাই।'
পূর্ণা আটকাল, 'না ভাইয়া, আর কিছু লাগবে না।
অনেক কিছু হয়ে গেছে।'
'এসব তো বন্ধু দিয়েছে। ভাইয়ের উপহার
আলাদা। নাকি এখন শুধু পূর্ণা বন্ধুর উপহারই
নিবে। বাকি সব বাদ!'
আমিরের মশকরা বুঝতে পেরে পূর্ণা
বললো, 'ধুর, ভাইয়া।'
আমির হাসলো। বললো, 'কোনো কথা না।
আমরা এখন মেলায় যাব। মৃদুল তোর
সাইকেলটা ওইযে ছোট ট্রলারটা ওখানে রেখে
আয়। পূর্ণার হাতের ব্যাগটাও নিয়ে যা। যাওয়ার

সময় ট্রলার দিয়ে চলে যাবি। রাতের বেলা
হাওড়ের ক্ষেত দিয়ে না যাওয়াই ভালো। সাথে
যখন পূর্ণা আছে।’

‘তুমি ফিরবে না ভাইয়া?’ বললো পূর্ণা।
আমির বললো, ‘একটু দেরি হবে। একজনের
সাথে দেখা করতে এসেছি। একটা গুরুত্বপূর্ণ
কাজে। মৃদুল যা।’

মৃদুল সাইকেল আর ব্যাগ রেখে আসে। তারপর
তিন জন একসাথে মেলায় প্রবেশ করে। পূর্ণার
শাড়ি বেশি পছন্দ। তাই আমির শাড়ি কিনলো
বেশি। একটা শাড়িতে তার চোখ আটকে যায়।
কালো রঙের রেশমি সুতার শাড়িটা চোখে
পড়তেই পদ্মজার মুখটা ভেসে উঠে। পদ্মজার
কালো রঙ ভীষণ পছন্দের। ফর্সা, ছিমছাম
আদুরে শরীরে যখন কালো রঙের শাড়ি লেপেট
থাকে কী অপূর্বই না দেখায়! আমিরের তো
মাঝে মাঝে মনে হয়, কালো রঙের সৃষ্টি হয়েছে

শুধুমাত্র পদ্মজার রূপের ঝলকানি বুঝাতে!
চোখের পর্দায় ভেসে উঠে পদ্মজার ঠোঁটের
নিচের সূক্ষ্ম স্থির কালো তিলটা। হাসি হাসি মুখ
করে দাঁড়িয়ে আছে সে। তিলটা থেকেও যেন
অদ্ভুত কোনো আলো বের হচ্ছে! আমার
মুচকি হেসে শাড়িটা কিনে নিল। আর কিছু
কিনলো না। পদ্মজা গয়নাগাটি পছন্দ করে না।
তারপর চলে এলো ঘাটে। পূর্ণা খুশিতে
আটখানা। এত কিছু পেয়েছে আজ! ট্রলারে
করে চলে গেল মৃদুল-পূর্ণা। সাথে গেল মন্তু।
মন্তু পূর্ণাকে বাড়িতে অবধি পৌঁছে দিয়ে চলে
আসবে। আমার তার আগের জায়গায় এসে
বসে। মৃদুল-পূর্ণার ব্যাপারটা অদ্ভুত শান্তি
নিয়ে এসেছে বুকে! কত সুন্দর তাদের জীবন।
কোনো জটিলতা নেই, কোনো দূরত্ব নেই!
আমিদের মস্তিষ্কে একটা প্রশ্ন উঁকি দেয়, সে
তো কথায় কথায় পূর্ণাকে আগামীকাল তাদের

বাড়িতে যেতে বলেছে! কিন্তু পদ্মজা তো
সেখানে নেই! তাছাড়া বেশ কিছুক্ষণ আগেও
সে পদ্মজার ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। একটু
ওদিকে যাওয়া দরকার। আমির রাফেদকে
ডেকে বললো, 'আমি ফিরছি। মন্তু এখনি চলে
আসবে। যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল মনে
রাখবে। দুজন চোখ-কান খোলা রেখে কাজ
করবে। চাচাও আসবে বোধহয়। একটু দেরি
হলেও, আমি আসবই।'
'জি, স্যার।'

পদ্মজা ভেবেছিল আরভিদ তার উপর
আক্রমণ করবে। কিন্তু করেনি। পদ্মজা
বিওয়ান(B1) ঘরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু
দরজায় তালা দেয়া। ভেতরেও কোনো
সাড়াশব্দ নেই! মেয়েগুলো বেঁচে আছে তো?
যে ঘরে পাচার করার উদ্দেশ্যে কতগুলো

মেয়েকে বেঁধে রাখা হয়েছে সে ঘরের দরজাটা আবার খোলা। দরজার উপর লেখা বিথ্রি(B3)। পদ্মজা বিথ্রির সামনে সন্ধ্যা অবধি ঘুরঘুর করেছে। প্রবেশ করার সাহস হয়নি। তার হাত বন্দি, আবার আরভিদ সবসময় তার উপর চোখ রাখছে। কখন না ইজ্জতে হাত দিয়ে দেয়। সে ভয়ে পদ্মজা এগোয়নি। সন্ধ্যায় রিদওয়ানের সাথে দেখা হয়েছিল। সে বের হচ্ছিল।

পদ্মজাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে, সে অবাক হয়েছিল। আরভিদকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যপার?'

আরভিদ বললো, 'স্যার যা বলেছেন, তাই হচ্ছে।'

রিদওয়ান পদ্মজার দিকে চোখ রেখে

বললো, 'আমির এই মেয়ের রূপে ডুবে আছে।

কবে যে ঘোর কাটবে! দেখে রেখো। কখন কী করে বসে!'

রিদওয়ান দরজা খুলতে চেষ্টা করলো। খুলল

না। আরভিদ বললো, 'চাবি স্যারের কাছে।'
রিদওয়ানের খুব বিরক্তি নিয়ে বললো, 'ধ্যাত!'
তারপর চলে এলো বিটুতে। শরীরে অনেক
ক্লান্তি। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।। ঘুম
আসছে না। কিছুক্ষণ আগেই খাবার খেয়েছে।
আজকের রাতটা এক ঘুমে কাটাতে পারলে
শরীরটা প্রায় সুস্থ হয়ে যেত। রিদওয়ান অনেক
ভেবেচিন্তে দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেল। তারপর
শুয়ে পড়লো। বেশিক্ষণ লাগেনি ঘুমাতে।
পদ্মজা রিদওয়ানকে দূর থেকে দেখেছে। কথা
বলতে আসেনি। সন্ধ্যার পর হতাশ হয়ে নিজ
ঘরে চলে আসে। ঘরে অনেকক্ষণ পায়চারি
করে। শুয়ে থাকে। এশারের দিকে আবার
বেরিয়ে আসে। ভালো লাগছে না কিছু। স্বাগতম
ও ধ-রক্ত দরজার মধ্যখানে থাকা সোফায়
আরভিদ ঘুমাচ্ছে! আরভিদকে ঘুমাতে দেখে
পদ্মজা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। পা

টিপে,টিপে সাবধানে ধ-রক্তে প্রবেশ করে।
তারপর দ্রুত হেঁটে বিথ্বিতে চলে আসে।
মেঝেতে পড়ে আছে অনেকগুলো মেয়ে।
তাদের হাত,পা,মুখ বাঁধা। দুই-তিন জন
ঘুমাচ্ছে। বাকিরা পদ্মজার দিকে বড় বড় চোখ
করে তাকিয়ে আছে। পদ্মজা দ্রুত তাদের দিকে
এগিয়ে গেল। চাপা স্বরে বললো,'আমি
তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। ভয় পেও
না।'

সবার সামনে একটা স্বাস্থ্যবান মেয়ে বসেছিল।
পদ্মজা মেয়েটির পিছনে গিয়ে বসলো।
মেয়েটির মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। পদ্মজার হাত
পিছন থেকে হ্যান্ডকাপ পরানো। তাই সে
কাপড়ের গিটুটি নিজে দাঁত দিয়ে খোলার
চেষ্টা করলো। খুব দ্রুতই সে সফল হয়। প্রতিটি
মেয়ে অবাক হয়ে পদ্মজাকে দেখছে। অসম্ভব
সুন্দর পদ্মজার উপর থেকে তারা চোখ সরাতে

পারছে না। মনে হচ্ছে,বিধাতা কোনো দূত
পাঠিয়েছেন। আসার পথে গালে ব্যথা পেয়েছে!
স্বাস্থ্যবান মেয়েটির মুখ মুক্ত হতেই পদ্মজাকে
বললো,'আপনি কেলা?'

পদ্মজা ভয়ার্ত চোখে দরজার দিকে তাকালো।
তারপর ফিসফিসিয়ে বললো,'আমি পদ্মজা।
চিনবে না আমাকে। আমি তোমাদের সাহায্য
করতে চাই।'

মেয়েগুলো একজন আরেকজনের দিকে
চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা স্বাস্থ্যবান
মেয়েটির হাতের বাধঁন খোলার জন্য তার
পিছনে গিয়ে পিঠ করে বসলো। হাত দিয়ে
খোলার চেষ্টা করলো,পারলো না। হ্যান্ডকাপের
মাঝের দূরত্ব খুব কম। পদ্মজা শুধু আঙুল
নাড়াতে পারছে। তাই দাঁত দিয়ে দাঁড়ির গিট্টু
খোলার জন্য সে শুয়ে পড়লো। গালের
ক্ষতস্থানে ঠান্ডা মেঝে লাগতেই শিরশির করে

উঠে। যে দাঁড়ি দিয়ে মেয়েটির হাত বাঁধা হয়েছে সে দাঁড়িতে অনেক ময়লা ছিল। পদ্মজার মুখের ভেতর ময়লা প্রবেশ করে। পদ্মজার কষ্ট হয় তবুও সে থামেনি। ঠিক নয় মিনিট পর মেয়েটি হাতের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়। খুশিতে মেয়েটির বুকে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। নিজের হাত দিয়ে পায়ের বাঁধন খুলে। পদ্মজা অনুরোধ স্বরে বলে, 'এবার তুমি বাকিদের মুক্ত করো।'

মেয়েটি তড়িঘড়ি করে উঠে দাঁড়ায়। আরো দুটো মেয়েকে বাঁধন থেকে মুক্ত করে। তারপর তিনজন মিলে বাকিদের সাহায্য করে। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। পদ্মজা সবাইকে কথা বলতে নিষেধ করেছে। সে মনে মনে প্রার্থনা করছে, কেউ যেন না আসে। আর তারা সবাই যেন বেরিয়ে যেতে পারে। আমিরের বোকামি, সে পদ্মজাকে ছেড়ে গিয়েছে। এই বোকামি আর কখনো আমির করবে না। আজ

কাজে না লাগাতে পারলে সব শেষ!
মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজনায়
কাঁপছে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে
বললো, 'সামনে একজন লোক বসে আছে। সে
ঘুমে আছে। যদি সজাগ হয়ে যায়, সবাই
আক্রমণ করবে। ভয় পাবে না। নিজেদের
ইজ্জতের উপরে কিছু নেই। ইজ্জত রক্ষার
জন্য কাউকে আঘাত করার সাহস বুকে
রাখতে হয়। একদম ভয় পাবে না। লড়াই
করবে। এইযে তুমি আর তুমি আমার সাথে
একটু আসো। বাকিরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'
দুটো মেয়ে পদ্মজার সাথে সাথে যায়। পদ্মজা
বিফাইভে চলে আসে। বিকেলে যখন এদিকে
হাঁটছিল এই ঘরের এক কোণে সে লাঠি আর
পাথর দেখেছিল। মেয়ে দুজনকে
বললো, 'লাঠিগুলো নাও, আর পাথর তিনটাই
নিয়ে নাও।'

তিনজন আবার বিথিত্তে চলে আসে। পদ্মজা সবার উদ্দেশ্যে বললো, 'কাদের সাহস বেশি? কাউকে আঘাত করার মতো সাহস কার কার আছে?'

ছয়টা মেয়ে হাত তুলে। তারা হাতে লাঠি আর পাথর তুলে নেয়। পদ্মজা বলে, 'যখনই আক্রমণ করতে বলবো, আক্রমণ করবে। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে যেভাবে পারো আঘাত করবে। যদি তোমরা না পারো, তবে বিদেশ পাচার হয়ে যাবে। সেখানে তোমাদের অনেক খারাপ কাজ করতে হবে। যাদের হাতে অস্ত্র নেই তারা দাঁত আর নখ কাজে লাগাবে।'

মেয়েগুলো বাধ্যর মতো মাথা নাড়ায়। তারা ঘোরের মধ্যে আছে। প্রাণের মায়া চলে গিয়েছিল। পদ্মজার হঠাৎ আগমনে মনে বাঁচার আশা জেগেছে। সবাই সাবধানে বিথিত্তি থেকে বেরিয়ে আসে। সামনে পদ্মজা। ধ-রক্ত দরজা

পেরোবার সময় মেয়েগুলো ধাক্কাধাক্কি করে।
ধাক্কা খেয়ে একটা মেয়ে মেঝেতে পড়ে যায়।
আর্তনাদ করে উঠে। আরভিদ চোখ খুলে
সামনে এতগুলো মেয়েকে দেখে হকচকিয়ে
যায়। সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে
না! পদ্মজা উঁচুকণ্ঠে চিৎকার করে উঠে, 'সবাই
এই লোকটাকে আক্রমণ করো।'

স্বাস্থ্যবান মেয়েটি সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
লাঠি দিয়ে আরভিদের পিঠে আঘাত করে।
আরভিদ পড়ে যায়। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে
পড়ে। আরভিদ মেয়েগুলোকে ধাক্কা দিয়ে
সরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু পনেরোটা যুবতী
মেয়ে তো কম কথা নয়! সে কিছুতেই পেরে
উঠেনি। মার খেতে খেতে উঁবু হয়ে যায়। যাদের
হাতে অস্ত্র নেই তারা লাঠি দিতে থাকে
অনবরত। একটা মেয়ে পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে। পদ্মজা তাকে উৎসাহ দিতে জোরে

বললো,'লোকটার মাথায় আঘাত করো। দ্রুত
করো। চাইলে সব পারা যায়। তুমি ভয় পেও
না।'

মেয়েটি পদ্মজার কথামতো বড়সড় পাথরটি
দিয়ে আরভিদের মাথায় আঘাত করে।
আরভিদের মরণ আর্তনাদ আর মেয়েগুলির
ক্রোধ মেশানো নিঃশ্বাসে চারপাশ কেঁপে উঠে।
পদ্মজার সত্তা বিজয়ের আগমনে হেসে উঠে।
রক্তাক্ত আরভিদ নিস্তেজ হয়ে যায়।
মেয়েগুলো থামে,হাঁপাতে থাকে। পদ্মজা
দরজার সামনে এসে চাবি খুঁজতে থাকে। চাবি
নেই! দ্রুত আরভিদের কাছে আসে। তার প্যান্ট
আর শার্টের পকেটে চাবি খুঁজে। নেই! পদ্মজার
নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর এক ধাপের জন্য
তারা আবার আটকে যাবে! পদ্মজা দুটো
মেয়েকে নিয়ে পুরো পাতালঘর তন্ন,তন্ন করে
চাবি খুঁজে। যেসব চাবি পেয়েছে একটাতেও

দরজা খোলা যায়নি। মেয়েগুলোর মধ্যে যে আনন্দ এসেছিল তা হারিয়ে যায়। পদ্মজাও ভেঙে পড়ে। সে মেয়েগুলোকে আশ্বাস দেয়, 'কিছু হবে না। আমরা পারব।'

দরজায় সবাই মিলে ধাক্কাধাক্কি করে, তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। এই দরজা কী ধাক্কা দিয়ে ভাঙার মতো! পদ্মজা বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'শুনো সবাই, আমরা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকব। যখনই কেউ দরজা খুলবে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এই লোকটার মতো অবস্থা করে সবাই পালাব। এখন যেভাবে সবাই একসাথে কাজ করেছো তখনও করবে। ঠিক আছে?'

মেয়েগুলো মাথা নাড়াল। তারা প্রস্তুত। দশ মিনিট...বিশ মিনিট...ত্রিশ মিনিট পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সবার হৃদস্পন্দন থেমে যায়। পদ্মজার সবার দিকে তাকিয়ে

চোখের ইশারায় আক্রমণ করতে বলে। দরজা খুলতেই সবগুলো মেয়ে হইহই করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খলিল দুই হাতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। আমির পিছনে ছিল। সে এসে দেখে বাইরে খলিল, মজিদ দাঁড়িয়ে আছে। চাবি তাদের কাছে নেই। আমির খলিলের হাতে চাবি দেয়। খলিল দরজা খুলতেই এতগুলো মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দৃশ্যটি দেখে আমিরের চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। উত্তেজিত হয়ে মজিদকে বললো, 'আব্বা সামনের দরজা বন্ধ করো।'

মজিদ সামনের দরজা বন্ধ করতে চলে যান। আমির এগিয়ে আসে। দীর্ঘদেহী, তুষ্টপুষ্ট আমির দুই হাতে মেয়েগুলোকে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। দুজন মেয়ে লাঠি দিয়ে আমিরকে আঘাত করতে চায়, আমির দুই হাতে দুটো লাঠি ধরে ফেলে। লাঠিসহ মেয়ে দুটোকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। বাকি মেয়েগুলোকে চোখের

পলকে চড়-থাপ্পড় দিতে শুরু করে। তার চোখ দুটি থেকে রাগ,ক্রোধ-আক্রোশ ঝরছে। একটা মেয়ে আমিরের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরটি আমিরের ঘাড়ে পড়ে। রিদওয়ান ঘাড়ে আঘাত করার বোধহয় তিন সপ্তাহও কাটেনি। আবার পাথরের আঘাত পেয়ে ঘাড়ের কালো আস্তরণ সরে গিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। পদ্মজার জন্য কেনা শাড়িটা আমির গলায় ঝুলিয়ে রেখেছিল। আসার পথে ট্রলারের ছাদে বসে শাড়িটা দেখছিল,শাড়ির ব্যাগ পাশে রেখেছিল। কখন যে ব্যাগটি উড়ে যায়,টের পায়নি আমির। যখন টের পেল কিছু করার ছিল না। তাই গলায় মাফলারের মতো পেঁচিয়ে রেখে দেয়। তার পদ্মবতীই তো পরবে! আমিরের রক্তে শাড়িটি ভিজে যায়। সে ঝড়ের গতিতে ঘূর্ণিপাকের মতো প্রতি মেয়েকে আঘাত করে দুর্বল করে দেয়। পদ্মজা বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। আমির তার রক্তচক্ষু

দিয়ে পদ্মজার দিকে তাকায়। পদ্মজার
হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠে। সে কিছু বুঝে উঠার
পূর্বে,আমির পদ্মজার দিকে তেড়ে আসে।
শাড়িটি দিয়ে পদ্মজার গলা পেঁচিয়ে জোরে
টেনে ধরে। তারপর কিড়মিড় করে
বলে,'ছলনাময়ী!'

আমিরের নিঃশ্বাস থেকে যেন বিষ বের হচ্ছে।
আজরাইলের রূপ ধারণ করেছে। পদ্মজার দুই
হাত বন্দি। নিজেকে রক্ষার কোনো পথ নেই।
সে ছটফট করতে থাকে। একবার আমিরের
দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার পূর্বেই
চোখ দুটি উলটো হয়ে আসে। বুকে ব্যথা শুরু
হয়। চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নিঃশ্বাস
আটকে যায়। মৃত্যু তার খুব কাছে। আর একটু
সময়... পদ্মজা কালিমা পড়ার চেষ্টা করে।
মৃত্যুর আগে সে কালিমা পড়ে যেতে চায়।
অস্ফুটভাবে তার মুখে 'ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ

হয়। আমিরের কানে শব্দটি আসতেই তার হাত
দুটি কেঁপে উঠে। ছেড়ে দেয় পদ্মজার গলা।
পদ্মজা লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে। চোখ
আধবোজা! ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। হাঁপড়ের
মতো বুক ওঠানামা করছে। কষ্টে পুরো শরীর
মুচড়ে যাচ্ছে! গলা নীল হয়ে গেছে!
চলবে...